মানবতা

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা জুন '২০০০ শুভেচ্ছা মূল্য ঃ পাঁচ টাকা।

হিউম্যানিষ্ট মুভমেন্ট কি ?

বুয়েন্স আয়ারস-এ জানুয়ারি ১৯৯৮ সনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সিলোর বক্তব্যের উদ্ধৃতি ঃ

আজ মানবতাবাদী আন্দোলন কি ? আমরা যে কাঠামোগত সংকটের মধ্যে বসবাস করছি এটা কী-তা থেকে আশ্রয় ? এটা কি দিন দিন অধিকতর অমানবিক হয়ে ওঠা পৃথিবীর সমালোচনা ? এটা কি নতুন ভাষা, নতুন কোন তাত্ত্বিক সূত্রায়ন, পৃথিবীর নতুন কোন ব্যাখ্যা অথবা নতুন বিশ্ববীক্ষা ? এটা কি নতুন কোন আধ্যাত্মিক মতবাদ যা বস্তুনিষ্ঠ কর্মের দ্বারা আধ্যাত্মিক মুক্তির নতুন পথ দেখায় ? এই আন্দোলন কি সর্বহারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিতের স্বপক্ষে সংগ্রাম ? নাকি যারা মানব সমাজে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ না থাকার সহজাত বিকৃতিকে অনুভব করে তাদের ইশতেহার ? আন্দোলনটি এ সবেরও বেশি কিছু। এটা পৃথিবীকে মানবিকীকরণের আদর্শ এবং সার্বজনীন মানব জাতি গঠনের বাস্তব অভিব্যক্তি। এটা সভ্যতার নতুন সংস্কৃতির বীজ যা ক্রমেই বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে এবং যা অবশ্যই সব মানুষের সমান অধিকার এবং অভিন্ন সুযোগ স্বীকার করে নিয়ে ধাবিত হবে – সে মানুষ হিসেবে জন্মেছে শুধু এ কারণেই এ সম্মান তার পাওনা।

মানবতাবাদী আন্দোলন, ঐতিহাসিকভাবে এবং মানুষের অন্তঃস্থলে যে গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তারই বাহ্যিক কর্মসূচি। কখনো বেদনা বিধুর কখনো অপ্রতিভ কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিকাশমান। এটি একটি ছোট্ট পূর্ব সংকেত যা মানব জাতির উর্ধ্বে অবস্থানরত সব কিছুর আয়ুষ্কাল ঘোষণা করে। এটা একটি কবিতা এবং বিবিধ রঙে আঁকা রঙধনু। এটা উদ্ধত গোলিয়াথের বিপরীতে রুখে দাঁড়ানো ডেভিড। এটা পাথুরে রুক্ষতার বিপরীতে জলের কোমলতা। এটা দুর্বলের বল ঃ একটি ধারণাতীত সত্য, একটি নিয়তি।

আমার বন্ধুরা, এমনকি আমরা যদি প্রত্যাশিত ফলাফল নাও পাই এই বীজ থেকে যাবে এবং অপেক্ষা করে

(২ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

সমসাময়িক সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সংকট ঃ ইসলামের প্রস্তাব এবং নতুন মানবতাবাদের প্রস্তাব

সালভেদর পুলেদা এর বক্তব্য ঃ

আমি এই সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই মিলান সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রধান এলিয়েন ও তার প্রেসিডেন্টকে। ডঃ আলী আবু সাবাইনাকে ধন্যবাদ জানাই সভ্যতার বর্তমান সংকটে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে আলোকিত ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য। আমি আরো ধন্যবাদ জানাই আফ্রিকার বন্ধুদের এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে।

আমি নতুন মানবতাবাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে এই মানবতাবাদকে কিছু মৌলিক ইস্যুর সাথে তুলনা করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। প্রথমত ঃ আমরা সকলেই যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংকটের মধ্যে বাস করছি তার ব্যাপ্তি ও অর্থ এবং এগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য নতুন মানবতাবাদের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করব। দ্বিতীয়তঃ মানবসত্তার ধারণাকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব এবং সবশেষে

(৪ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

আরোহী ও তার ছায়া

সূর্যের লালাভ কিরণ রঞ্জিত করেছে পথ, আরোহীর ছায়াকে প্রলম্বিত করেছে পাথর আর লতাগুল্মের ঝাড় পর্যন্ত। চলতে চলতে এক সময় সে সদ্য প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নিকুন্ডের দেখা পেয়ে থামলো। সেখানে একজন বৃদ্ধ যে এতক্ষন অগ্নিশিখার যত্ন নিচ্ছিল, অভিবাদন জানালো। আরোহী নেমে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আবার তার নিজের পথ ধরল। যখন রাস্তার ধার থেকে একজন প্রৌঢ় তাকে সম্ভাষণ জানালো তখন

(২ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

* তুমি অন্যের সাথে সেই ব্যবহার করো যা তুমি অন্যের কাছ থেকে আশা করো।

* কোন বস্তুই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং একজন মানুষ অন্য মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

* জীবনের ভালো মুহূর্তগুলো স্মরণ কর, তুমি দেখবে তার সবটুকুই উপহার হিসেবে পাওয়া।

* যখন মানুষ শুধুই তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির কথা ভাবে সে তার আত্মার মধ্যে মৃত্যু বহন করে এবং সে যা কিছু স্পর্শ করে তার সাথেই তা মরে যায়।

* দ্বন্দ্বই জীবনকে পাল্টে নিয়ে ভোগান্তি বয়ে আনে ..... সূর্য নিজেকে ঘুরিয়ে নেয় যাতে দিন রাত হয় কিন্তু দিনটি নিয়ে আমি যা করবো সেভাবেই আমার কাছে তা প্রতীয়মান হবে।

হিউম্যানিষ্ট মুভমেন্ট

(১ পৃষ্ঠার পর)

থাকবে উপযুক্ত সময়ের।

সংগঠন ঃ

সংগঠনে একজন ব্যক্তির অবস্থান বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা -

(১) সদস্য (Member) ঃ যিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না কিন্তু মানসিকভাবে মানবতাবাদে একাত্মবোধ করেন। তিনি ছোট খাট কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলেও অর্থনৈতিকভাবে অংশ নেন না।

(২) গ্রুপ প্রতিনিধি (Group deligate) ঃ কমপক্ষে ১০ জন সদস্যের একটি সক্রিয় দল যারা সাপ্তাহিক মিটিং এ অংশ নেন এবং বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করেন। এই দশজনের ভেতরে একজন সাপোর্ট এবং একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকেন।

(ক) অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঃ এর কাজ হচ্ছে তথ্য সরবরাহ, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকান্ডের দায়িত্ব ভার নেয়া।

সাপোর্ট ঃ সাপোর্ট এর কাজ দলীয় সদস্যবৃন্দকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেয়া ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

(৩) টিম ডেলিগেট ঃ যার অধীনে ১০ জন গ্রুপ ডেলিগেট থাকবে তাকে টিম ডেলিগেট বলা হয়। টিম ডেলিগেট একটি দলের ওরিয়েন্টর।

ওরিয়েন্টর ঃ যিনি দল গঠন করেন, কর্মকান্ডের জন্য তত্ত্বগত ও বস্তুগত উপাদান সরবরাহ করেন ও দলের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

(৪) জেনারেল ডেলিগেট ঃ যার অধীনে ১০ জন টিম ডেলিগেট থাকেন তাকে জেনারেল ডেলিগেট বলে।

সুতরাং একটি দলে একজন ওরিয়েন্টর একজন সাপোর্ট ও একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকেন বাকি সদস্যরা নতুন দল গঠনে সচেষ্ট হয়।

সারকথা ঃ

মানবতাবাদী আন্দোলন কোন এনজিও নয়। নয় কোন মানবাধিকার সংগঠন।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য ঃ

- পৃথিবীকে মানবিকী করণ।
- আমাদের মূল কাজ সংগঠনকে সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় অধিকতর শক্তিশালী করা। লক্ষ লক্ষ মানুষে কাঠামোগতভাবে সক্রিয় করে তোলা, এমন একটি সমাজের জন্য যে কোন মানুষই হবে প্রধান। সদস্যরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখে যেন মানব ইতিহাস নতুন ধাপে উন্নীত হতে পারে।

মূলনীতি ঃ

মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মান বোধ।

- অহিংসা।
- বৈষম্যহীনতা (বর্ণ বৈষম্য, নারী পুরুষ বৈষম্য ইত্যাদি)
- সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ব্যক্তিগত উন্নয়ন।
- **মূলমন্ত্র ঃ তুমি অন্যের সাথে সেই ব্যবহার করো যা তুমি অন্যের কাছ থেকে আশা করো।**

উৎপত্তি ঃ

- হিউম্যানিষ্ট মুভমেন্টের জন্ম হয় তিরিশ বছর আগে ১৯৬৯ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতার নাম সিলো। তিনি ১৯৩৮ সালে আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মেন্ডোজায় বসবাস করছেন। তিনি একজন দার্শনিক, লেখক এবং হিউম্যানিষ্ট মুভমেন্টের সদস্য।

আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

- ৭০টিরও বেশি দেশে প্রায় ৭৭ হাজার তালিকাভুক্ত সদস্য রয়েছে।
- বেশির ভাগই ল্যাটিন আমেরিকাতে, আফ্রিকা এবং এশিয়াতে। ❐

অনুবাদ ঃ মাহবুবুর রহমান ও শাহীনা পারভীন।

আরোহী ও তার ছায়া

(১ পৃষ্ঠার পর)

তার ছায়া ক্ষীণকায় হতে হতে ঘোড়ার ক্ষুরে এসে ঠেকেছে, সে ঘোড়া থামালো এবং কিছুবাক্য বিনিময় করল। যখন আরোহীর ছায়া তার পিছনে প্রলম্বিত হল, সে আর তার গতি কমালো না। যে ছেলেটি রাস্তার ধার থেকে তাকে থামানোর চেষ্টা করল, সে শুধু চিৎকার করে বলতে পারলো 'তুমি ভুল দিকে যাচ্ছ'। শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার তাকে ঘোড়া থেকে নামালো এবং সে হৃদয়ের মাঝেই শুধু তার ছায়া দেখতে পেল। বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশে ফুটে উঠা অজস্র নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "একই দিনে একজন বৃদ্ধ আমাকে তার একাকীত্ব, রোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে বলল, অন্যদিকে প্রৌঢ় বলল অবস্থার রকম ফের ও জীবনের বাস্তবতার কথা"। সবশেষে, একটি তরুণ, যার সঙ্গে কথা পর্যন্ত হল না, এমন একটি দিকে আমার গন্তব্য পাল্টে দিতে চেয়েছিল যা সম্পর্কে সে নিজেই কিছু জানে না।

"বৃদ্ধটি ভয় পাচ্ছিল তার জীবন এবং যা আছে তা হারানোর কথা ভেবে, প্রৌঢ় ভয় পাচ্ছিল সে সব অর্জনের ব্যর্থতায় যা সে বিশ্বাস করত তার নিজের বলে এবং তার জীবন নিয়ে। আর তরুণটি ভয় পাচ্ছিল তার জীবন ও যা কিছু আছে তা থেকে পালাতে না পেরে"। "আগন্তুক নিজের মনে যুক্তি দাঁড় করালো, বৃদ্ধ তার সামনের ক্ষুদ্র জীবনের জন্য কষ্ট পাচ্ছে অথচ সে পেরিয়ে এসেছে সুবিশাল অতীত, প্রৌঢ় কষ্ট পাচ্ছে বর্তমান নিয়ে, একথা না ভেবেই যে, অতীতে কত কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কত কি ঘটবে। তরুণ কষ্ট পাচ্ছে কারণ তার ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করেছে, উদ্দীপনা দিচ্ছে সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের দিকে পালানোর জন্য"। "তদুপরি আমি ঐ তিনজনের ভিতরে নিজেকে খুঁজে পাই এবং আমি বুঝতে পারি সব মানুষই যে কোন বয়সে ঐ মুহূর্তগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এবং সে জুজুর অস্তিত্বহীন ভয়ে ভীত হতে পারে।

তরুণ বয়েসে আমি যা ভোগ করেছি সেসব প্রতিকূলতা কি এখনো আছে ? নাকি আমার অনাগত বার্ধক্যের অস্তিত্ব আজ আছে ? নাকি আমার মৃত্যু আজ এই অন্ধকারেই লুকিয়ে আছে"? "সব ভোগান্তিই স্মৃতি, কল্পনা কিংবা উপলব্ধি জাত। চিন্তা, অনুরাগ এবং মানবিক কর্ম বেঁচে থাকে। ধন্যবাদ এই তিন পথকে। এভাবেই পথ তিনটি ; যদিও অপরিহার্য কিন্তু হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসের কারণ, যদি ভোগান্তি তাদের দুষিত করে ফেলে"। "তদুপরি, যখন জীবন প্রবাহ বিরুদ্ধ স্রোতের টানে ভেসে যেতে থাকে 'ভোগান্তি' তখন আমাদের জন্য একটি সতর্ক সংকেত হয়ে ওঠে"। "জীবনের গতিপথ উল্টে যেতে পারে (হয়তো আমার অজানা কোন) কর্মের দ্বারা"। "সুতরাং অবশ্যই বৃদ্ধ, প্রৌঢ় এবং তরুণটি তাদের জীবন নিয়ে এমন কিছু করেছে যা দ্বারা তার জীবনের গতিপথ পাল্টে গেছে"।

তারপর আরোহী রাতের অন্ধকারে ধ্যানস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এবং স্বপ্ন দেখলো, স্বপ্নে চারদিকের চরাচর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেখানে সে একটি কাঁচের দেয়াল দেখা ত্রিভুজাকৃতি জায়গায় নিজেকে দেখতে পেল। আয়নাগুলোয় তার বৃহদাকৃতির প্রতিচ্ছবি পড়লো। একদিকে তাকিয়ে সে তাকে বার্ধক্যে দেখলো। অন্যদিকের আয়নায় তাকে দেখলো প্রৌঢ়ের মত এবং তৃতীয়টিতে একটি তরুণের মত। কিন্তু সে হৃদয়ের মাঝে বোধ করলো শিশুর মত। তারপর সব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং আচ্ছন্নতা ছাড়া সে আর কোন কিছুই যখন মনে করতে পারলো না, জেগে উঠলো। চোখ মেলে দেখলো ভোরের আলোয় চারদিক জেগে উঠেছে। অতঃপর সে ঘোড়ায় চড়লো এবং তার ছায়াকে প্রলম্বিত হতে দেখে সে নিজেকে বলল "দ্বন্দ্বই জীবনকে পাল্টে দিয়ে ভোগান্তি বয়ে আনে ..... সূর্য নিজেকে ঘুরিয়ে নেয় যাতে দিন রাত হয় কিন্তু দিনটি নিয়ে আমি যা করবো সেভাবেই আমার কাছে তা প্রতীয়মান হবে"। ❐

অনুবাদ ঃ সৃষ্টি।

যন্ত্রণা, ভোগান্তি এবং জীবনের মানে

১। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসুস্থতা এবং সব রকম শারীরিক আঘাতই হলো যন্ত্রণা। ভয়, বিপর্যস্ততা, হতাশা এসব আঘাত হলো মানসিক কষ্ট ভোগ। শারীরিক কষ্ট বিজ্ঞান ও সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে দূরীভূত হবে। মানসিক কষ্টের দূর হবে জীবনের প্রতি আস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে; জীবন হয়ে উঠতে থাকবে আরো অর্থবহ।

২। যদি তুমি নিজেকে একটি লক্ষ্যচ্যুত দ্রুত ধাবমান ফায়ার বল হিসেবে কল্পনা কর, যা পৃথিবীতে এসে পৌছানোর কথা ছিল। তুমি ঐ জিনিসটার মতই যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করবে। কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, তোমাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে পৃথিবীকে মানবিক করার জন্য। তুমি কৃতজ্ঞ হবে যারা তোমার পূর্বে অসাধারণ শ্রম দিয়ে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তোমার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ করে গিয়েছে তাদের প্রতি।

৩। যিনি হাজারো নাম দেন, শব্দার্থ সৃষ্টি করেন, পৃথিবীকে বিবর্তিত করেন ..... তোমাদের মাতাপিতা এবং তোমার মাতা-পিতার মাতা পিতা তোমাদের মধ্যে চলমান। তুমি কোন পতিত বস্তু নও, একটি মেধাবী তীর যা আকাশের দিকে ছোড়া হয়েছে। তুমি হচ্ছ এই পৃথিবীর মানে এবং যখন তুমি তা অনুভব কর, পৃথিবী আলোকিত হয়। আর যখন এই উপলব্ধিটি হারিয়ে যায় তখন পৃথিবী হয়ে ওঠে অন্ধকার, দরজা খুলে যায় নরকের।

৪। আমি তোমাকে বলব তোমার জীবনের মানে-পৃথিবীকে মানবিকীকরণ। মানবিকীকরণটা কি ? এটা ব্যথা এবং ভোগান্তিকে দমিয়ে রাখা, এটা অসীম জ্ঞান সমুদ্রে শিক্ষানবিশি করা, এটা সৃজনশীলতাকে ভালবাসা।

৫। আমি এর বেশি যেতে বলতে পারি না, কিন্তু এটা দোষেরও নয় যদি বলি "তোমার সৃজনশীলতাকে ভালবাস এবং মৃত্যুও যেন তোমার গতিরোধ করতে না পারে"।

৬। তুমি লক্ষ্যে পৌছুবে না, যদি না সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর চারপাশের ভোগান্তি দূর করার জন্য। যদি তুমি সফল হও, তারা পরবর্তীতে পৃথিবীকে মানবিকীকরণের দায়িত্ব নিবে, নতুন জীবনের দুয়ার খুলে দেবে।

অনুবাদ ঃ লিটন ও লুনা

কোনটি সঠিক শিক্ষা

তুমি যদি একজনকে একটি মাছ দাও .....

সে হয়তো একদিন খাবে। কিন্তু অন্যের উপর নির্ভরশীলই থেকে যাবে। প্রধানত দুটো ক্ষেত্রে আমরা এ রকম পরিস্থিতির দেখা পাই, প্রথমতঃ যখন অন্যের জন্য দাতার কোন সম্মানবোধ থাকে না, থাকে না তার কোন আগ্রহ এবং অপরকে নির্ভরশীল করে রাখাই যখন হয়ে ওঠে লক্ষ্য (ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহ এবং বৃহৎ পুঁজি সংশ্লিষ্ট মহল এই নীতি মেনে চলে)। দ্বিতীয়তঃ জরুরি অবস্থায় যখন সমস্যার তাৎক্ষনিক সমাধান জরুরী হয়ে পরে নতুবা ভবিষ্যতে সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে (যুদ্ধ, প্রকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ভিক্ষ .....)।এই প্রক্রিয়ায় সমস্যার কার্যকারণকে বিবেচনায় এনে সমাধান করা হয় না বিধায় একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

তুমি যদি তাকে মাছ ধরতে শিখাও .....

সে জীবনভর খেয়ে বাঁচবে। এ প্রক্রিয়ায় গুরু-শিষ্যর ঐক্যমত হলেও তা শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের পূরক হিসেবে কাজ করে। (এক্ষেত্রে দাতা কাজের সঠিকতায় আত্মসুখ পাবার চেষ্টা করে, অন্যদিকে গ্রহিতা কাজ শিখে লাভবান হতে চায়)।

সাধারণত দেখা যায় শিষ্যের সাথে সাথে ঐ বিদ্যাও হারিয়ে যায়।

"যখন মানুষ শুধুই তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির কথা ভাবে সে তার আত্মার মধ্যে মৃত্যু বহন করে। এবং সে যা কিছু স্পর্শ করে তার সাথেই তা মরে যায়"।

[Guided Experience - The Rescue]

এবং সে যদি অন্যদের মাছ ধরতে শিখায় ....

সেটা হয়ে ওঠে একটি সামাজিক অর্জন। অভিজ্ঞতাটি লাভ করে একটি অবিনশ্বর চরিত্র। কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর আর তা নির্ভরশীল থাকে না। জ্ঞান আর শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে যায়। কষ্ট আর দুর্ভোগ কাঠামোগত ভাবে দূরিভূত হয়। এক কথায় মানবতা এগিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে পারস্পরিক লেনদেনের বিধি। আমি শিখি, আমি শিখাই; আমি নিই, আমি দিই।

"জীবনের ভালো মুহূর্তগুলো স্মরণ কর, তুমি দেখবে তার সবটুকুই উপহার হিসেবে পাওয়া"।

[Humanizing the earth - The inner landscape] ❐

অনুবাদ ঃ পথিক।

সমসাময়িক সামাজিক

(১ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা করব একটা জটিল বিষয় নিয়ে যা বিশেষভাবে এই সভার জন্য প্রাসঙ্গিক। বিষয়টি হচ্ছে - **'ধার্মিকতা এবং সীমাতিক্রম সম্পর্কে আমাদের অবস্থান'**।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলার পূর্বে আমি এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি যে, পৃথিবীর একটি মহান ধর্ম ইসলামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের - যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও এই মতবাদ বিষয়ক গভীর জ্ঞান আছে তাদের সঙ্গে এই সভাতে বসাটা কেন আমাদের জন্য বিশেষ অর্থপূর্ণ।

আমাদের এই নতুন আন্দোলনের জন্ম একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে। এই সংস্কৃতি হচ্ছে ল্যাটিন সংস্কৃতি এবং আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ল্যাটিন আমেরিকার সংস্কৃতি। যাই হোক, মানবতা আন্দোলন তার শুরু থেকেই একটি পরিষ্কার আন্তর্জাতিকতাবাদী আহবান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভেদাভেদকে জয় করার ও সব সংস্কৃতির কাছেই পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী ও সচেতন প্রচেষ্টা। যেহেতু এই আন্দোলন ধীরে ধীরে তার জন্মস্থান থেকে চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, প্রথমে ইউরোপে এবং পরে আমেরিকায়, ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ এবং বিভিন্ন এসোসিয়েশন এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন।

আমি এখন একটি মূল বিষয় (Key Point) পরিষ্কার করতে চাই। মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের সাংস্কৃতিক আদল মেনে চলার জন্য কখনই এর সদস্যদেরকে নিজেদের সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অথবা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে বলেননি। বরং এই আন্দোলন সকলকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে যেন তারা ধর্মীয় ও নৈতিক নীতিমালায় বিশ্বাস করেন এবং সঠিক মনে করে সেটাকে যতটা সম্ভব সঠিক বিবেচনার সাথে পালন করেন। মানবতাবাদী আন্দোলন এর সদস্যদেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে পার্থক্য করে না। বরং উল্টো। এটা সকল ধর্ম এবং নাস্তিক তাকেও গ্রহণ করে শুধুমাত্র একটি শর্তের বিনিময়ে, যে তারা তাদের ধর্ম প্রচার করবে না বা সন্ত্রাস ও বৈষম্যের মাধ্যমে তাদের মতবাদ চাপিয়ে দিবে না।.

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মানুষ এই আন্দোলনের অন্তর্গত। এই মানবতা আন্দোলন সব সময়ই এমন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, মতামত বিনিময়, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়নের সহায়ক হয়। এই ধরনের অনেক সভা আয়োজিত হয়েছে যার তালিকা অনেক দীর্ঘ। আমি শুধু খুব গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলোর নাম বলব যেখানে আমি নিজে অংশগ্রহণ করেছি।

১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কাতে মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সিলো (Silo) এবং বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চতর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালেই আবার বোম্বের চৌপাটি বিচে (Chawpatty beach) কতিপয় হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তির সাথে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সিলো (Silo) ১০ হাজার লোকের সম্মুখে বক্তব্য রাখেন। আমার এটাও মনে পড়ছে যে, ১৯৯৩ সালে মস্কোতে Orthodox Church এর বিশপদের প্রতিনিধি প্রথম বিশ্ব মানবতাবাদী ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে আর্জেন্টিনাতে, হিব্রু জনগোষ্ঠীর সাথে প্রায়ই সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই ধরনের সভা বাহাই (Bahai) বিশ্বাসী এবং আমেরিকার ভারতীয় ব্যক্তিদের ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সাথেও প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়।

মানবতাবাদী আন্দোলনের সদস্যরা যে সব ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাস করে সে সব ধর্মীয় মতবাদের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করা হয়। সুতরাং ইসলামের বন্ধুদের সাথে আজকের এই মতামত বিনিময় একটা বড় পটভূমিরই অংশ বিশেষ। ইসলামের সাংস্কৃতিক শেকড় ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনার ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা কতিপয় ব্যক্তি যখন থেকে মানবতাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তখন থেকেই মতামত বিনিময়ের বিষয়টি শুরু হয়েছে।

সূচনার শেষে আমি অবশ্যই বলব যে, যে সব সভার কথা আমি এইমাত্র বলেছি এবং অন্য যে সব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে সব জায়গায় আমাদের বার্তা মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হয়েছে। আমরা সব সময়ই এমন লোকজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ও চার্চের জন্যই নয়, যে ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে আমরা বাস করছি সে প্রসঙ্গে সাধারণভাবে মানুষের ভাগ্য নিয়েও প্রকৃত উদ্বেগ দেখিয়েছেন।

এখন, আমাদের জন্য এই সভার যে অর্থ ছিল তা পরিষ্কার হলো। অতএব, আমি আলোচনার আরো নির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে যেতে চাই। শুরু করা যাক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে।

৩০ বছর পূর্বে, যখন থেকে মানবতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে তখন থেকেই এই আন্দোলন বেশ দৃঢ়ভাবে একটি সমস্যার কথা বলে আসছে, যেটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এবং গভীর হয়ে মানব সভ্যতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। এই সমস্যাটা এমনই এক সমস্যা যা কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দিবে না, এই মুহূর্তে যতই তাদেরকে শক্তিশালী মনে হোক না কেন।

এই বক্তব্যগুলো ৩০ বছর পূর্বে সবার কাছেই অদ্ভুত বা বিসদৃশ্য শোনাতো। কিন্তু আজকে এতো হতাশা, পরাজয়, আদর্শের পতনের পরে রাস্তার একজন সাধারণ মানুষও এই সমস্যার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে-যেটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই স্তরেই বিদ্যমান।

মানবতাবাদী আন্দোলন সব সময়ই দাবি করেছে যে, এই সমস্যাটি একটি আংশিক বিষয় অর্থাৎ সমাজের কিছু নির্দিষ্ট অংশ যেমন - রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা বা ধর্মীয় জীবনের মধ্যেই সীমিত নয়। এমনকি এই সমস্যা শুধু পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না যেখানে এর লক্ষণগুলো খুব প্রকট। বরং সকল সংস্কৃতি ও পুরো মানব সভ্যতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। একই সাথে মানবতাবাদী আন্দোলন এই সমস্যাকে সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ সহস্রাব্দিক ধারণাতে (Millenarian Sense) 'এটা একটা প্রক্রিয়ার কিছু নিয়মকানুনের সমাপ্তি এবং মানব সভ্যতার জটিল ও মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন' - এভাবে বর্ণনা করার বিপক্ষে সর্বদা সতর্ক করে দিয়েছে। এই সমস্যার সাথে বিভিন্ন বিপদ এবং আশঙ্কা জড়িত থাকা সত্ত্বেও এটা মানুষের বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে যুগপৎ সংগঠিত হয়েছে। সমস্যাটি এখানে রয়েছে কারণ মানবজাতি বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে কিন্তু আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের গভীর প্রত্যাশাকে পূরণ করেনি।

মানব সভ্যতার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে আরো উন্নত অবস্থানে যাওয়ার যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন, যথাযথভাবে সেটার ভিত্তিতেই মানবতাবাদী

(৫ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

সমসাময়িক সামাজিক

(৪ পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন তার অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গত মনে করে। আসলে এই আন্দোলনের কোনই প্রয়োজন ছিল না যদি এই গ্রহের কোথাও কোন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং সম্পদের বন্টন ঠিক থাকত ; যদি এই বিশ্বের কোথাও কোন এক জায়গায় মানুষ উত্তরোত্তর সুখ ও শান্তি অনুভব করত।

এখন আমরা বর্তমান সমস্যার একটি বিশেষ দিকে, একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে যাব যেটা মানুষের ইতিহাসে কখনও পূর্বে ঘটেনি, সেটা হল এর বৈশ্বিকতা, পৃথিবীব্যাপী প্রসার। মানব ইতিহাস বার বার প্রত্যক্ষ করেছে বড় বড় সাম্রাজ্য, অনেক সভ্যতার সম্পূর্ণ পতন। অনেক মানুষ তাদের শহর, প্রতিষ্ঠান এবং দেবদেবীসহ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পারমানবিক যুদ্ধ বা পরিবেশগত বিপর্যয়ের দ্বারা উত্থাপিত বিপদের ফলস্বরূপ আমরা মুখোমুখি হচ্ছি এমন পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয়ের যেটা আগে কখনো পুরো মানবজাতির উপর হুমকিস্বরূপ আবির্ভূত হয়নি। পৃথিবীর সব মানুষের অংশগ্রহণে একটি বিশ্বময় সভ্যতা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। চরমমাত্রার কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার ফলই হচ্ছে এই সমস্যা।

আমাদের প্রজন্মই প্রথম বাইরে থেকে আমাদের গ্রহের প্রতিচ্ছবি দেখেছে। মহাশূন্য থেকে আমরা আমাদের গ্রহকে দেখেছি একটি বিশ্ব হিসেবে। সেখানে কোন সীমারেখা ছিল না, বিশ্ব ছিল আমাদের সার্বজনীন বাসস্থান। কিন্তু আমরা দেখেছি এটা ছিল হুমকির মুখোমুখিএবং ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। আমি মনে করি এই প্রতিচ্ছবির (Image) চেয়ে আজকে আর কোন কিছুই এই সমস্যাকে সঠিক করে তুলে ধরতে পারবে না, একই সাথে মানবতার জন্য যে Exciting Challenge অপেক্ষা করছে সেটাও। কারণ এই, যে গ্রহে আমরা বাসকরি এবং যেটা গণমাধ্যম দ্বারা একীভূত (Unified), সেখানে আমরা সরাসরি দেখতে পাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক অসামঞ্জস্য। যেমন - ক্ষুধা এবং প্রাচুর্য, সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম, বড় জনাকীর্ণ শহর অপরদিকে পতিত এবং পরিত্যক্ত মরুময় এলাকা। কিন্তু সর্বোপরি আমরা দেখি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জীবনের অর্থহীনতা এবং সবরকমের সন্ত্রাস যেমন - অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, যৌন, মানসিক..... এমনকি নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসও এর মধ্যে পড়ে।

আমি মনেকরি এটা সবারই জানা যে, সব মানুষের জীবনধারনের অবস্থা একটিগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার প্রায়োগিক (বাস্তব) সম্ভাবনা আছে, আমরা যদি শুধু খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের কথা চিন্তা করি। **কিন্তু এটা হচ্ছে না শুধুমাত্র আমাদের বর্তমান বিশ্বতকিমাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে যেটা পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ বাসিন্দাদের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে**। বিশ্বের পটভূমিকায় এটা শুধু ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা বিত্তবান সমাজগুলিতেও আছে যেখানে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং জনগণের একটি বিরাট অংশ অবহেলিত।

কিন্তু বর্তমান সমস্যার সবচেয়ে ভীতিজনক দিকটি রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতির মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে। বর্তমান সময় পর্যন্ত বড় বড় সভ্যতাগুলো আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বগোত্রীয় বৈবাহিক উপাদান (Endogemous Factor) এর উপর ভিত্তি করে। তারা একে অপরের সংস্পর্শে এসেছে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক বিনিময়, সাংস্কৃতিক প্রভাব, দেশান্তর এবং যুদ্ধের মাধ্যমে।

আজকের পৃথিবীতে (Global Village) প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে (Interacts) ভাব বিনিময় করে। গণসংযোগ মাধ্যম আমাদের বাড়ির ভিতরেই তুলে ধরে বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা, মতামত, আকাঙ্খা এবং মূল্যবোধ। অতএব কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ সবকিছুই এখন আপেক্ষিক হয়ে যায়। বড় বড় শহরে বিভিন্ন সংস্কৃতির, জীবনযাত্রার এবং ভিন্ন মতাবলম্বীর মানুষেরা একসাথে বসবাস করে। সেখানে একজনের জন্য যেটা ভাল সেটা অন্যের জন্য নাও হতে পারে।

মানবতাবাদী আন্দোলন এর মধ্যেই বর্তমান সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থ খুঁজে পায়। আমরা এই বিষয়টি আরো বিস্তৃত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে আরো বিস্তারত ব্যাখ্যা দিতে পারি। কিন্তু আমি মনেকরি এটা ছাড়াও এই ব্যাপারে একমত হওয়া কঠিন নয় যে, এই বিশ্বায়নের অবস্থা থেকে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। দুইটি পথ আমাদের সামনে খোলা আছে ঃ

(১) বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম, যেখানে একটি মাত্র সংস্কৃতি অন্যদের উপর জয়ী হবে পৃথিবীব্যাপী একটি দমনমূলক ও একই রকম সাম্রাজ্যের উত্থানের মাধ্যমে।

(২) একটি সার্বজনীন মানবজাতি সৃষ্টি, যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি একই সাথে বাস ও তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করতে এবং নিজস্ব স্বকীয়তা, বর্ণ, সঙ্গীত, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের উপায় নিয়ে থাকতে পারে।

এখন আমরা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মানবতাবাদী আন্দোলন কিভাবে এই সার্বজনীন মানবজাতি গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে ? কিন্তু তার আগে কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন। কেন এই মানবতাবাদী আন্দোলন, কেন এই নতুন মানবতাবাদ?

আমরা যদি ইতিহাসের বই খুলি তাহলে দেখতে পাব যে, মানবতাবাদ একটি সাংস্কৃতিক বিষয় (Phenomenon) যেটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানে আত্মপ্রকাশ করেছিল ঃ প্রথমে ইটালীতে এবং তারপরে অবশিষ্ট পশ্চিম ইউরোপে, চতুর্দশ শতাব্দীর ২য় ভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ২য় ভাগ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে।

কিন্তু এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে আজকের বিশ্বের কি সম্পর্ক ? পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে এর কি গুরুত্ব আমরা সবাই তা বুঝি। কারণ খৃষ্টীয় মধ্যযুগে মানুষের যে অবমূল্যায়ন হয়েছিল তা থেকে এটা মানুষের জন্য সম্মান ও একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান উদ্ধার করেছিল। কিন্তু এটা এশিয়ান এবং আফ্রিকান সংস্কৃতি, প্রাক কলম্বিয়ান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারীদের বা ওশেনিয়ার সংস্কৃতিকে কি বলতে পারে ? আজকের মানবতাবাদী আন্দোলন মানবতাবাদের ধারণাকে নতুনভাবে সংস্কার ও পূর্ণব্যাখ্যা করে এবং আমাদের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একে একটি ঐতিহাসিক, বৈশ্বিক পটভূমির (Global Perspective) অন্তর্ভূক্ত করে, যে সময়টা মানুষের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি গ্রহব্যাপী সমাজের ভোর দেখতে পাচ্ছে।

আমাদের জন্য, এই মানবতাবাদ যার আবির্ভাব

(৬ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

সমসাময়িক সামাজিক

(৫ পৃষ্ঠার পর)

ইউরোপের রেনেসাঁর সময় এবং যেটা মানুষের সম্মানকে পুনরুদ্ধার করে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা শুধুমাত্র একটি ইউরোপীয় ঘটনাই নয়। অন্যান্য সংস্কৃতিতে এটা আগে থেকেই ছিল যেমন - ইসলাম, ইন্ডিয়া এবং চায়না। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিভাষার কারণে এটাকে অবশ্য বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত কিন্তু এর অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি একই ছিল। সুতরাং আমাদের ধারণা, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন যুগে এই মানবতাবাদ আবির্ভূত এবং বিকশিত হয়েছিল। যথাযথভাবে এই কারণে এটা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে যাদের মধ্যে বর্তমানে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তাদেরকে একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার পথ দেখাতে পারে।

কিন্তু কোন ঐতিহাসিক নির্দেশনা আমাদেরকে এই ব্যাপারে কথা বলতে এবং এই বক্তব্যকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে? কখন আমরা মানবতাবাদের কথা বিভিন্ন সংস্কৃতির জন্য বলতে পারি যাদের একটি জটিল এবং খুবই ভিন্ন সংস্কৃতি ছিল? আমাদের মতে, পৃথিবীর সব বড় সংস্কৃতিতেই এ রকম মুহূর্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব যাকে আমরা মানবতাবাদী বলি এবং যাদেরকে নিম্নোক্ত লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে : এই সময়গুলিতে, মানুষ একটি কেন্দ্রীয় অবস্থা দখল করে ; সকল মানুষের সাম্যতা সুনিশ্চিত হয় ; ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক বহুমুখীতা স্বীকৃতি এবং মূল্য পায় ; জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই সময় পর্যন্ত যাকে ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করা হত, তার সীমা অতিক্রম করে ; যে কোন মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশ করার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয় ; সন্ত্রাস পরিত্যক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আমি আমার যুক্তির সমর্থনে ইসলামের উদাহরণ দিতে চাই। এখন পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামকে প্রধানত মৌলবাদী ধর্মীয় প্রবণতা হিসেবে (যেটা সব ঐতিহাসিক ধর্মেই এখন বিদ্যমান) চিহ্নিত করা হয়, এটা ভুলে গিয়ে যে, ইসলামকে মধ্যযুগে ধর্মীয় সহনশীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে মনে করা হত। সে সময় ইউরোপে ধর্মীয় শাসন দৃঢ় ছিল। কিন্তু ইসলামের মানবতাবাদী ঐতিহাসিক মুহূর্তকে আরো সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য আমি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ রাশিয়ান ঐতিহাসিক আর্টার সেগাদেভ (Aurter Segadeev) এর সহায়তা নিব। তার "Humanism in classic Muslim thought" বিষয়ক সভার বক্তব্য থেকে আমি নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনাতে চাই।

"(...) মুসলিম বিশ্বে মানবতাবাদের ভিত্তিকে নিরূপন করা হত তাদের শহরগুলির এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দিয়ে। মধ্যযুগে শহরগুলিতে বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি বড় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। ইহা আধাত্মিক জীবনকে গতিময় এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলার উন্নতির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। মানবজাতি এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব উভয়ভাবে বিবেচনা করেই মানুষ সব বিষয়ে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এটা জোর দিয়ে বলার মত যে, মধ্যযুগীয় মুসলিম বিশ্ব স্বতঃসিদ্ধ পারিপার্শ্বিক বিভেদের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। যেমন - শহুরে সংস্কৃতি এবং এর বিপরীত সংস্কৃতির মানের (Values) ভিত্তিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রাসাদ এবং মঠের অধিবাসীদের দ্বারা, যেটা ইউরোপে ছিল। যে রাজনৈতিক দলগুলো (The Partics) ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার দায়িত্বে ছিল এবং যে সামাজিক দলগুলো (Social groups) মুসলিম বিশ্বের প্রধান কর্মকাণ্ডগুলোতে অংশগ্রহণ করত, যাদের ইউরোপের সামন্তদের সাথে তুলনা করা চলে, তারা শহরে বাস করত এবং সেখানে তাদের ধনী মুসলিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির উপর শক্তিশালী প্রভাব ছিল। আমরা এই অধিবাসীদের স্বতঃসিদ্ধ পরিস্থিতি কি ছিল সে সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি Reference group-টিকে বিশ্লেষণ করে যাকে তারা অনুকরণ করত। কারণ তারা ঐ স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যা একজন কীর্তিমান সুশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় তাকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করেছিল। এই Reference group এর সদস্যরা ছিল ADIP, যাদের মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক (Vast) আগ্রহ ছিল এবং যারা শিক্ষিত ও গভীর নৈতিক বোধসম্পন্ন ছিল। আদব (Adab), এই কথা দিয়ে Adip দের সব গুণাবলী প্রকাশ পায়, যা সংশ্লিষ্ট ছিল পরিশুদ্ধতা এবং রসবোধের ভিত্তিতে শহর এবং বিচারালয় আদর্শভাবে পরিচালনা করাতে। বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈতিক ভূমিকার কারণে এর একটি সমার্থক নাম ছিল, গ্রীকরা যাকে বলত "Paideia" এবং ল্যাটিনে "Humanitas"। Adip-রা মানবতাবাদের আদর্শগুলোকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করেছিল এবং একই সাথে তারা আদর্শগুলোকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, ঐগুলো পাথরে খোদাই বাক্যের রূপ ধারণ করেছিল। যেমন - **"মানুষই মানুষের সমস্যা" ; "যে আমাদের সমুদ্র পার করে সে নিজেকে ছাড়া আর কোন সৈকত খুঁজে পায় না"**। মানুষের পার্থিব নিয়তির নিবন্ধ (Insistence) Adip-দের জন্য এমনই বৈশিষ্ট্যসূচক ছিল যে, কোন কোন সময়ে ধর্মীয় সংশয়বাদ এবং দৃশ্যমান সংখ্যা উপস্থিত করে নিজেদেরকে নাস্তিক ঘোষণা করেছিল। আদব (Adab), শুরুতে আচরণগত নিয়ম-কানুনের নির্দেশনা দিয়েছিল যেটা বেদুঈনদের পরিচায়ক। কিন্তু এই শব্দটি সত্যিকারের মানবতাবাদী অর্থের রূপধারণ করে যখন আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর পর খলিফা প্রথমবারের মত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয় দলের আন্তঃসম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন, এই কেন্দ্র যা ভূমধ্যসাগরীয় এবং ইন্দো-ইরানীয়ান বিশ্বকে যুক্ত করেছিল। মধ্যযুগে মুসলিম সংস্কৃতির উন্নতির সময়কালে Adab-রা প্রাচীনগ্রীক দর্শন শেখার প্রয়োজনীয়তার জবাব দিয়েছিল (Answered) এবং গ্রীক দার্শনিকদের তৈরি শিক্ষা পরিকল্পনা তারা আত্মীকরণ করেছিল। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার প্রচন্ড সম্ভাবনা মুসলমানদের ছিল : এর সাথে আর এইটুকু বলব যে, বিশেষজ্ঞদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এন্ডালুসিয়া (Andalucia) বাদ দিয়ে সমস্ত ইউরোপের চেয়ে বেশি বই ছিল শুধু কর্ডোবাতে (Cordoba)। খলিফা বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক দলের সাথে মিশে, মানবতাবাদের আরেকটি উপাদান গঠনে ভূমিকা রাখেন : সার্বজনীনতাবাদ যেটা মানবজাতির একত্রিত হওয়ার ধারণা স্বরূপ। বাস্তবিকভাবে, এই ধারণা গঠিত হওয়া এই সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কারণ মুসলিমদের অধিকারে যে ভূমি ছিল তা সম্প্রসারিত হয়েছিল উত্তরে ভল্গার তীর থেকে দক্ষিণে মাদাগাস্কার পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল থেকে পূর্বে এশিয়ার প্যাসিফিক উপকূল পর্যন্ত। যদিও মুসলিম সাম্রাজ্য সময়ের সাথে সাথে খন্ডিত হয়ে গিয়েছিল এবং এই ধ্বংসস্তূপের উপর তৈরি ছোট দেশগুলোকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর উত্তরাধিকারীদের ভূ-সম্পত্তির সাথে তুলনা করা চলত ; তথাপি একই ধর্ম, সাহিত্যের ভাষা, আইন ও সংস্কৃতির মাধ্যমে ইসলামের অনুসারীরা একত্রে থাকতে লাগল। প্রাত্যহিক জীবনে তারা বিভিন্ন

(৭ পৃষ্ঠার ১ কলাম)

সমসাময়িক সামাজিক

(৬ পৃষ্ঠার পর)

ধর্মীয় দল যারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল তাদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিনিময় করতে থাকল।

সার্বজনীনতাবাদের চালিকাশক্তি প্রবল হয়েছিল বিজ্ঞান চক্রগুলিতে (The 'Madjalis') যা একত্রিত করেছিল মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সুদূর কোনের মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি এবং নাস্তিকদেরকে যাদের একই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ ছিল। তারা একত্রিত হয়েছিল বন্ধুত্বের সেই আদর্শ দ্বারা যা পূর্বের প্রাচীনকালের দার্শনিক স্কুলগুলিকে একত্রিত করেছিল যেমন- স্টোয়িকস (The Stoics), এপিকারিয়ান (The Epicureans), নিউপ্লেটোনিয়ান (Neo-Platonians) ইত্যাদি। এবং যা ইটালীর রেনেসাঁয় মার্সিলিও ফিসিনোর (Marsilio Ficino) চক্রকে একত্রি রেখেছিল। তাত্ত্বিকভাবে সার্বজনীনতাবাদের মূল নীতিগুলো ইতিমধ্যেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কালাম (Kalam) বা ধর্মীয় তত্ত্বের কাঠামো দিয়ে। পরে তারা যুক্তিবাদী দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সূফী উভয় ধারণারই ভিত্তিতে পরিণত হয়। মুতাকাল্লিম (Mutakallim) ধর্মতত্ত্ববিদদের (The Masters of Islam) আয়োজিত আলোচনায়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল, সেখানে ওই থিসিসের যথার্থতার স্বপক্ষে বলার জন্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ দেয়া নিষিদ্ধ ছিল। কারণ তা অন্য ধর্মের প্রতিনিধিদের আলোচনাতে সহায়তা করবে না। তাই, শুধু মানুষের যুক্তিবিন্যাসের দ্বারা এই থিসিসের ভিত্তি তৈরি করতে বলা হয়েছিল।

তৃতীয় যে বিষয়টি (Point) আমি ব্যাখ্যা করতে চাই সেটি মানবতা আন্দোলনের প্রস্তাবিত মানুষ এর ধারণার সাথে জড়িত।

মানবতাবাদী আন্দোলন মানুষকে স্বাধীনতার মাত্রায় স্থাপিত করে। এই ধারণায় মানব চেতনা (Conscious) বস্তুবাদী বিশ্বের একটি পরোক্ষ বা বিকৃত প্রতিফলন নয়। কিন্তু বস্তুবাদী এবং সামাজিক বিশ্বের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনের জন্য এটা অপরিহার্যভাবে ইচ্ছাকৃত ও অশেষ কর্মকাণ্ড। মানুষ, যদিও তারা প্রাকৃতিক বিশ্বে অংশগ্রহণ করে কারণ তাদের একটি শরীর আছে, কিন্তু তাদেরকে নিছক প্রাণী বিদ্যাজনিত ঘটনা হিসেবে পিছন ফিরে দেখা যাবে না। এর কোন প্রকৃতি ও নির্দিষ্ট সারাংশ নেই। বস্তুবাদী বিশ্ব এবং নিজের রূপান্তরের জন্য প্রথমটি হচ্ছে একটি 'পরিকল্পনা'। মানবতাবাদী আন্দোলনের সম্মিলিত মানব পরিকল্পনা হচ্ছে পৃথিবীর মানবিকীকরণ। তার মানে, দৈহিক যন্ত্রণা এবং মানসিক ভোগান্তি দূর করা। এই কারণে সব ধরনের সন্ত্রাস ও বৈষম্য দূর করা যা মানুষকে তার সংকল্প ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এবং যা তাদেরকে বস্তুতে, প্রাকৃতিক পদার্থে, অন্য অভিপ্রায় এর হাতিয়ার হিসেবে ফিরে দেখে। মানবতা আন্দোলন এইসব কিছুকে সারাংশ করে এই শ্লোগান দেয় ঃ **"কোন বস্তুই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং একজন মানুষ অন্য মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ নয়"**।

কিন্তু কেউ বিরোধিতা করে বলতে পারে যে, ঈশ্বর কি মানুষের উপর নয়? সম্ভবত একটি ঈশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ কি মানুষকে মুক্ত এবং সব জীবন্ত প্রাণী থেকে মৌলিকভাবে আলাদা করে না? তাহলে কেন ঈশ্বর, ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বরের ঐশী বাণীকে মানুষের উপরে স্থান দেয়া হয় না? সব মহান ধর্মানুসারে ঈশ্বরই কি সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু নয়? এখানেই আমরা আমাদের আলোচনার শেষ বিষয়ে (Point) পৌছালাম।

আমাদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম এবং তাদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা - তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলি, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা দিয়ে। এটা ইতিহাসে বিভিন্নভাবে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়েছিল যা প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত ধর্মগুলোর মধ্যে পড়ে না। আমরা ধর্মগুলিকে শ্রদ্ধা করি এবং মনেকরি এটা যা বলা যায় না সেদিকে অভিগমন করার একটি উপায়। কিন্তু আমরা বুঝি যে, আলোক উজ্জ্বল ও ঐশ্বরিক বিষয়গুলিকে মুখের কথায় এবং মানুষের ভাবমূর্তি দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আমরা আরো জানি যে, বিশ্বাস যা পাহাড়ও নাড়িয়ে দিতে পারে তা কাউকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আসতে এবং যেতে পারে। এই কারণে আমরা আমাদের মধ্যে নাস্তিক এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণকে গ্রহণ করি।

মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সিলোর উক্তি দিয়ে আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার টানতে চাই। এটা তার একটি বক্তৃতা "The Meaning of Life" এর নির্বাচিত অংশ ঃ

"..... আমি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস ও সংশয়মুক্ততায় আপনাদের সামনে ঘোষণা করছি যে, মৃত্যু ভবিষ্যৎকে থামিয়ে দেয় না, পক্ষান্তরে মৃত্যু আমাদের অস্তিত্বের অস্থায়ী অবস্থাকে পরিবর্তিত করে একে অবিনশ্বর সীমাতিক্রম এর দিকে প্রক্ষিপ্ত করে। আমি আমার সংশয়মুক্ততা বা বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেই না এবং আমি তাদের পাশে বাস করি যারা জীবনের অর্থের (meaning) সাপেক্ষে একটা ভিন্ন অবস্থানে নিজেদের নিয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও আমি সংহতির জন্য এই বার্তা প্রস্তাব করে নিজেকে বাধিত মনে করছি। আমি মনেকরি, এটা মানুষকে মুক্ত এবং সুখী করবে। কোন কারণে আমি আমার দায়িত্ব সংকুচিত করি না আমার সত্যকে প্রকাশ করার জন্য। যাই হোক এটা তাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে যারা জীবনের অস্থায়ী প্রকৃতি এবং মৃত্যুর অযৌক্তিকতা অনুভব করে।

অপরপক্ষে, আমি কখনো অন্যদেরকে তাদের নির্দিষ্ট বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করি না। যে কোন ক্ষেত্রেই, এমনকি এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থানকে সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে আমি প্রত্যেক মানুষের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা এবং অবিনশ্বরতা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

হাজার হাজার নারী-পুরুষের মধ্যে যারা পাশাপাশি সংহতির সাথে কাজ করে তাদের মধ্যে নাস্তিক এবং বিশ্বাসী আছে, সন্দেহযুক্ত এবং সংশয়মুক্ত মানুষ আছে। কিন্তু কাউকে তাদের বিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় না। সবকিছুই দেয়া আছে একটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসেবে যাতে প্রত্যেক মানুষ নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন পথটা তাদের জীবনের অর্থকে সবচেয়ে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে।

একজনের সংশয়মুক্ততা ঘোষণা করা এড়িয়ে যাওয়াটা সাহসিকতাপূর্ণ নয়। কিন্তু এটা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি সত্যিকারের সংহতির জন্য প্রশংসনীয় নয়।

আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।

মিলান, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭ - মিলান প্রদেশের সম্মেলন কেন্দ্র

'নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে মানুষ' ❑

শোষণের দুটি ক্ষেত্র

ইদানিং আমার একি হচ্ছে ? আমি কি ধীরে ধীরে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি ? এখন আমি প্রায়ই মাঝরাতে ঘুমের মাঝে আর্তনাদ করে উঠি। এ আর্তনাদ ভয়ের নয় এ আর্তনাদ তীব্র কষ্টের। আমার সমস্ত চিন্তা চেতনা জুড়ে আছে গণমানুষ। কিন্তু মানবতা আজ কোন পথে এগুচ্ছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, হানাহানি, মারামারি। চারিদিকে এক শ্বাসরুদ্ধকর বাতাস। কারণ যতই দিন যাচ্ছে ততই বর্তমানের বিষাক্ত বৃত্তে ডুবে যাচ্ছে ভবিষ্যতের সব প্রগতিশীল আশা। ঠিক এমনই সময় মানবতাবাদ এলো মুক্তির নতুন আশা নিয়ে।

প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে বেচে থাকা আর পলাতক আসামীর মত বেঁচে থাকা একই কথা। আসামীটি পালিয়ে বাঁচে পুলিশের কাছ থেকে কিন্তু সেই স্বার্থান্বেষী মানুষটিকে পালিয়ে বাঁচতে হয় নিজের জীবনের কাছ থেকে। আমরা সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষই এভাবে বেঁচে আছি। কিন্তু এই বেঁচে থাকাই কি বেঁচে থাকা ?

মানবতাবাদের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। মানবতাবাদীরা মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য মানে না, অহিংসা আন্দোলনে বিশ্বাসী আর আত্মউন্নয়নের পাশাপাশি তারা সমাজের উন্নয়নের জন্য সদা প্রস্তুত। মানবতাবাদকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারের জন্য সর্বস্তরের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে -

(এক)

অভিভাবকগণ আমাদের দেশের একটি বৃহৎ অংশ। এই বৃহত্তর অংশ সমাজের যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। কিন্তু তারা তা না করে নিজেদেরকে একটি ছকবাঁধা জীবনধারায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন। পাশাপাশি তার সন্তানদেরকেও তাদের জীবনধারার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের এই ছকবাঁধা জীবন বৈষম্যমূলক শাসন ব্যবস্থা থেকেই উদ্ভূত। অভিভাবকরা নিজেরা তো শোষিত হচ্ছেই সেই সাথে এই শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক শক্তি হিসেবেও কাজ করছে। আর এই শোষণের নিয়ম আজ বেশ উন্নত। এটি এখন আর মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে না, শোষণ করে পরোক্ষভাবে তাই খালিচোখে ব্যাপারটি দেখা যায় না। ব্যাপারটি উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান। এই অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান মানবতাবাদে উজ্জীবিত বোধের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং এগিয়ে থাকা মানুষের একটি নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব হলো অনগ্রসর অংশকে আলোকিত করা তথা নেতৃত্ব দেওয়া। কিন্তু এ ধরনের বৃহত্তর কল্যাণের কাজ একক ভাবে করা সম্ভব নয়। এ জন্য একটি সংঘবদ্ধ সৃজনশীল সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। একটি ভাল সংগঠনই একজন মানুষকে সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তবে তাকে অবশ্যই তাদের আদর্শ ও নীতি মনে প্রাণে বিশ্বাস ও অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আমাদের অভিভাবকগণ কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই তাদের সন্তানদের কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তারা ভাবে সংগঠন মানেই অকারণ আড্ডা, পড়ালেখায় অমনোযোগী হবার সম্ভাবনা ইত্যাদি। তারা চায় তাদের সন্তানেরা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করেই তথাকথিত প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং অর্থ উপার্জনে মনোনিবেশ করুক। কেউ কেউ মুখে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে, কিন্তু নিজের সন্তানকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে দেয় না। ভাবটা এমন যেন সমাজ পরিবর্তনের কাজটা অন্যের ছেলেরা করুক আর আমার ছেলে তার সুফলটুকু ভোগ করুক।

তদুপরি আশার কথা এই যে, বর্তমানে কিছু প্রগতিশীল অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক সংগঠনে পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছে।

আমরা মানুষেরা নিজেদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে দাবি করি। কিন্তু সেরা জীব হিসেবে দাবি করার জন্য যে সমস্ত মানবীয় গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলো আজ আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। বন্য পশুদের মধ্যেও একতা ও ভালবাসা আছে। কিন্তু মানুষের মাঝে পরস্পরের এই একতা ও ভালবাসা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। ব্যক্তিগত স্বার্থই এখন আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়। একটি বিশেষ সংস্কৃতি তাদের স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিই আগ্রহী করে তুলছে।

(দুই)

তরুণরাও বর্তমান শোষক সমাজের অন্যতম শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তরুণ সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে বিপথগামী করছে। আর তরুণরাও নিজেদের অজান্তেই বা জেনেশুনেই ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সেই পথে পা বাড়াচ্ছে। দেশ ও জনগণের উন্নতির কথা চিন্তা না করে সুনির্দিষ্ট কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই নিজেদেরকে রাজনৈতিক মারামারি, দলাদলির সাথে জড়িয়ে ফেলছে।

এছাড়া তারা ধীরে ধীরে ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে তারা বেকারত্ব, হতাশা বিভিন্ন সমস্যা দাঁড় করাতে চান। কিন্তু এসব থেকে উত্তরণের জোর প্রচেষ্টাও তারা করেন না। তারা পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা, অপ্রয়োজনীয় আলোচনা করে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন পাশাপাশি সমাজের মানুষের তাদের প্রতি যে প্রত্যাশা তা থেকে বঞ্চিত করছেন। মাদকাশক্তি তাদের সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না, সাময়িকভাবে সমস্যা থেকে দূরে রাখে। কেননা ড্রাগ মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা চেতনা নষ্ট করে ফেলে, সে তখন আর সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে না, ধীরে ধীরে তাদের মাঝ থেকে মানবিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যায় আর এভাবেই শোষকরা সমাজের একটি বিশাল ও শক্তিশালী অংশকে পঙ্গু করে রাখছে।

অতীত ইতিহাস হতে দেখা যায়, তরুণরাই ছিল দেশ ও জাতির বিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি। দেশ মাতৃকার স্বার্থে তাদের কণ্ঠ ছিল সদা সোচ্চার, তাই আমরা এখনও আশাবাদী। আমাদের দেশের তরুণরাই পারে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। ❐

আবু হেনা মোঃ ফেরদৌস

সম্পাদক ঃ মাহবুবুর রহমান
সদস্যবৃন্দ ঃ ফাল্গুনী ফাহমিদা হক
ঃ শাহীনা পারভীন
ঃ মাহফুজুর রহমান
ঃ মীর মাকসুদুর রহমান
ঃ আবু বকর সিদ্দিক
ঃ শাহীনা সুলতানা রিপা
ঃ রোজিনা পারভীন শাহানা
ঃ শ্যামলী সিকদার
ঃ ফেরদৌসী রেবা
ঃ আবু হেনা মোঃ ফেরদৌস
ঃ তানভীর সাদেক
উপদেষ্টা ঃ রিকার্ডো এরিয়াস
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ রানা।

যোগাযোগ ঃ
ইমেইল ঃ bdhsociety@yahoo.com
mrl333@citecho.net

বাংলাদেশ হিউম্যানিস্ট মুভমেন্ট এসোসিয়েশন ওমেগা কাউন্সিলের রিকার্ডিও লাইন কর্তৃক প্রকাশিত।